তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৭

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে গণমাধ্যমকে ভূমিকা রাখতে হবে**

 **-ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গণমাধ্যমকে ভূমিকা রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সকল গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ এশিয়ান টিভির একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে রাজধানীর গুলশানে এশিয়ান টেলিভিশন ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেন, দেশ ও সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে দর্শকদের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যাতে চলমান থাকে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ধর্মমন্ত্রী এশিয়ান টেলিভিশনের একাদশ বর্ষপূর্তিতে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কলাকুশলী ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এসময় এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদসহ কলাকুশলী ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২২৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৬

**ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমানের সাথে আজ ঢাকায় সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর Abdoulaye seck (আব্দুলাই শেখ) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে।

সভায় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ সরকার আশ্রয় দেওয়ায় প্রতিনিধিদল সরকারের প্রশংসা করে। এসব শরণার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক অব্যাহতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে। কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পসমূহে ও ভাসানচরে কি ধরনের সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া শরণার্থীদের জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত আরো নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও শরণার্থী সেলের প্রধান মোঃ হাসান সারওয়ার, অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ এবং শফিকুল হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৫

**কথা দিচ্ছি আমি পারবো**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

আজ রাজধানীর শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, সারাজীবন মানুষের সেবা করে গেছি। আমার দুই সন্তান দেশের বাইরে থাকে। এই মন্ত্রিত্ব থেকে আমার একটিই চাওয়া, আমি যেন দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যেতে পারি। প্রধানমন্ত্রীও সেটাই চান। এ জন্য আমি শুরু থেকেই ঢাকা সহ দেশের তৃণমূলের হাসপাতালগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করতে চাই। এরপর চিকিৎসা সেবাকে ঢেলে সাজাতে কাজ শুরু করে দেব। তবে, আমাকে কাজ শুরু করতে একটু সময় দিতে হবে। আমি গ্রামে-গঞ্জে চিকিৎসা সেবা দিয়ে এখানে উঠে আসা মানুষ। আমি কথা দিচ্ছি, সবাই আমাকে সহযোগিতা করলে আমি পারবো।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মন্ত্রী মহোদয়কে সহযোগিতা করতে চাই। মন্ত্রী মহোদয় উদার মনের পরিশ্রমী মানুষ; দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নতুন রূপে সাজাতে আমরা একযোগে কাজ করব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান বলেন, ডা. সামন্ত লাল সেন কেবল একজন চিকিৎসক বা মন্ত্রী নন। তিনি একজন জীবন্ত আইকন আমাদের। তিনি যেভাবে অসহায়, দগ্ধ পোড়া রোগীদের কথা ভেবে মানবিক চিকিৎসা দেন, সেভাবেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজাবেন এবং সেবার মান উন্নত করতে আমাদেরকে সঠিক গাইডলাইন ও নির্দেশনা দিবেন এটিই আমরা প্রত্যাশা করছি।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিটিউটের পরিচালক রেহেনা আওয়ালের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম, বিএসএমএমইউ এর ভিসি শারফুদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক টিটু মিয়া, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিটিউটের সাবেক পরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম সহ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও হাসপাতালের অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্সবৃন্দ।

#

মাইদুল/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৪

**উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ, সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সহায়তা বাড়ানো হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার), ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে ভালো বীজ, সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সহায়তা বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুস শহীদ। তিনি বলেন, যেভাবেই হোক ফসলের উৎপাদন আমাদেরকে বাড়াতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ, সার প্রভৃতি কৃষি উপকরণের কোন রকম ঘাটতি হবে না, সংকট হবে না; উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করে কৃষি উপকরণ দেওয়া হবে।

আজ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সাত বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য আব্দুস শহীদ কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ায় তাঁর নির্বাচনি এলাকা শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পিছনে সিন্ডিকেট কাজ করে। কীভাবে এই সিন্ডিকেট ভাঙা যায়, তার কার্যকর পদ্ধতি আমরা বের করার চেষ্টা করছি। মজুতদারিদের রোধ করতে হবে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পুঁজি। এই আদর্শের কারণেই বঙ্গবন্ধু আমাকে ভালবাসতেন। স্বাধীনতার পর বিদেশে লন্ডনে গিয়ে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করি বলেই সেখানে যাইনি। দেশে থেকে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছি। এখন জনগণের ভালবাসাই আমার সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষায় আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

পরে মন্ত্রী শ্রীমঙ্গলে ফুলছড়া চা বাগানের শীতার্ত ও অসহায় চা-শ্রমিকের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

#

কামরুল/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২৩

**সদরঘাট ফিটফাট আছে, তেমনি ফিটফাট থাকবে**

 **--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থায় (আইএমও) ‘সি’ ক্যাটেগরির কাউন্সিল নির্বাচিত হয়েছে। এতে বিশ্বে পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। আমরা এ সম্পর্কিত একটি ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স’ করব। কূটনৈতিক রিলেশনশিপ বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ইকোনোমিক ডিপ্লোমেসির কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারেন- সামনে কী করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কেউ এরকম ভাবেননি। দেশে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা বড় প্রাপ্তি। আরো ভালো থাকতে চাই। কীভাবে ভালো থাকব সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলার মানুষের কাছে গর্বের জায়গায় চলে গেছেন। মানুষের বিশ্বাস তিনি পারবেন। আপাতত তিনি না পারলে আর কেউ পারবেন না। সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে আমাকে পুনরায় দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস ও আস্থার জায়গায় পরিস্কার থাকতে চাই; তিনি যাতে বিব্রত না হন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিপিং রিপোর্টার্স ফোরাম, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সাথে কথা বললে মূলচিত্র পাওয়া যায়। আমি সেখান থেকে জেনে বিভিন্ন সভায় অনেক কিছু উপস্থাপন করতে পারি। গতকালের অনাকাক্সিক্ষত ফেরি দুর্ঘটনায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর মূল বিষয়টি জানতে পারব। আমরা যে যার চেয়ারে বসে আছি। পেশাদারিত্বটাকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নৈতিকতার বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। নৈতিকতার একটা ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা আছে। আমরা কথায় কথায় পশ্চিমা দেশের উদাহরণ দেই। আমাদের খুব কাছের মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছেন। নৈতিকতার জায়গায় তিনি স্ট্রং ছিলেন। মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জীবনে তাঁর যে স্ট্রাগল, উঠানামা, জোয়ারভাটা- তিনি একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন। নীতি ও নৈতিকতা ঠিক থাকলে সবাইকে নিয়ে কিছু পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-এটি জলন্ত উদাহরণ। আমাদের সব কিছু আছে। অনেকেই দূরে যেতে চায়- খেই হারিয়ে ফেলে। নৈতিকতা ও দুর্বলতার বিষয় আছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশ। এখানে এত নৌযান পরিবাহিত হয়। কী ধরনের জলযান তৈরি করব- সঠিক স্টাডি নেই। বড় ধরনের ব্যয়বহুল প্রকল্প নেই। এগুলোর ফিডব্যাক ভালো হয়নি। ছোট ছোট প্রকল্প নিয়ে আগানো যায়। সাতক্ষীরায় বসন্তপুর নদীবন্দর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প নেওয়ার জন্য বিআইডব্লিউটিএকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ডিটেইল স্টাডি করে বিভিন্ন ঘাটের প্রকল্প নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ও যানবাহন পারাপারে কীভাবে ফেরি সংখ্যা বাড়ানো যায় সে বিষয়ে কথা বলেছি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সঠিকভাবে সেবা দিতে পারছি না।

 উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগের উন্নয়নে সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া অঞ্চলের জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। হাতিয়ার ব্যাপারে স্পেশাল অর্থের চেষ্টা করা হচ্ছে। খুলনা অঞ্চলের নদী নিয়ে কর্মশালা করেছি। বিআইডব্লিউটিএ খুলনা অঞ্চলের নদীগুলোর উন্নয়নে কাজ করছে। নোয়াপাড়া নদী বন্দরের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। চিলমারী নদী বন্দরের উন্নয়ন করা হচ্ছে; সেখানে ফেরি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ঢাকার চারপাশের নদী তীর রক্ষা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কাজ করা হচ্ছে। এর একটি পজিটিভ দিক হলো- নদী নিয়ে সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। নদীর পাশে মানুষকে নিতে পেরেছি। ঢাকা উদ্যান এলাকায় আগে কেউ যেত না; এখন লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছে; এটি আমাদের প্রাপ্তি। দেশের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এজন্য বালু দরকার। বালুমহাল প্রয়োজন। এগুলো বন্ধ করা যাবে না। পরিকল্পিতভাবে যাতে সবকিছু হয় সে বিষয়ে কাজ করছি। ইটভাটা অটোমেশন হচ্ছে। ব্যবসায়িকভাবে সফল হলে তখন অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। পরিবেশের উন্নতি হবে। টঙ্গীতে রেল ব্রিজ এর বিষয়ে আলোচনা করেছি। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় জরুরি প্রয়োজনে সেটি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যখন সক্ষমতা হবে- তখন এ বিষয়ে দেখা যাবে। ঢাকার চারপাশের লোহাইটের ব্রিজগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধি করা হবে। গোমতী সেতুর বিষয়ে কাজ করা হবে; যাতে সেটার নিচ দিয়ে বার্জ যেতে পারে।

 ঢাকা চারপাশে বার্জ চালু করার বিষয়ে কাজ করছি। কেউ বার্জ তৈরির অনুমতি চাইলে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার তথ্য দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কোন অসুবিধা নাই। নদী রক্ষায় জাতীয় নদীর রক্ষা কমিশন কাজ করছে। জেলা পর্যায়ে নদী রক্ষা সংক্রান্ত সবগুলো কমিটি হয়নি; সেগুলো হয়ে যাবে। উপজেলা পর্যায়ে কমিটি করতে হবে। নদী রক্ষায় সমাজে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। নাগরিকরা এগিয়ে এসেছে। রংপুর অঞ্চলে তিস্তা ও ঘাঘর নদী নিয়ে অনেক নাগরিক ও সংগঠন কাজ করছে। ঢাকা সদরঘাটে আমাদের ব্যস্ততার কারণে অনেকে দোকানপাট বসিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নিব। সদরঘাট ফিটফাট আছে, তেমনি ফিটফাট থাকবে।

 শিপিং রিপোর্টার্স ফোরাম, বাংলাদেশ এর সভাপতি কাজী এমাদ উদ্দিন জেবেল, সাধারণ সম্পাদক আফরিন জাহান, সদস্য তোফাজ্জল হোসেন, শফিকুল ইসলাম, রাশেদ আলী, ফারুক খান, রাশিম মোল্লা, শামছুল ইসলাম, তাওহীদুল ইসলাম, মাহমুদ আকাশ, তরিকুল ইসলাম সুমন, গাজী শাহনেওয়াজ, আকতার হোসেন, রতন বালো, মেসবাহ উল্লাহ শিমুল, ইসমাইল হোসেন, মাসুদ রানা, শফিকুল ইসলাম সবুজ, হাবিব রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২২

**গবেষণার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ না করেই রিপোর্ট দিয়েছে টিআইবি**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটি রিপোর্ট পেশ করেছে, তারা বলতে চাচ্ছে যে এটি গবেষণা গত ৭ জানুয়ারিতে যে নির্বাচন হয়েছে সে নির্বাচনে গুণগত মান নিয়ে তারা গবেষণা করেছে এটি তাদের দাবি। নির্বাচন হওয়ার ১০ দিনের মাথায় তারা এই গবেষণাটি করেছে এবং বেশকিছু উপসংহারে তারা পৌঁছেছে। এতো অল্প সময়ে এতো বড় একটি কাজ করা কি করে সম্ভব, এটি আমার বোধগম্য নয়। টিআইবি’র এই গবেষণার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ না করেই রিপোর্ট দিয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৩০০টি আসনের মধ্যে দৈব্যচয়ণের মাধ্যমে তারা ৫০টি আসন সিলেক্ট করেছে। তথ্য প্রদানকারী মূলত তাদেরকে তথ্য না দিয়ে তাদের মতামত দিয়েছে। যেটা মতামত সেটাকে তারা তথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই ৫০টি আসনে কতগুলো কেন্দ্র বা কতগুলো পোলিংবুথ তারা তাদের গবেষণায় নিয়েছে এটা উল্লেখ করেনি, তার কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে সেটা উল্লেখ নাই। তিনি জানান, গোটা বাংলাদেশে ৪২ হাজার ৩শ’ ৫০টি কেন্দ্রে ২ লাখ ৬১ হাজার ৫শ’ ৬৫টি পোলিংবুথ ছিলো। তারা ক্যালকুলেশনে পৌঁছে গেছে যে ৫১ শতাংশ আসনে পোলিংবুথে প্রকাশ্যে সীলমারা হয়েছে এবং জাল ভোট পড়েছে এটা একটা অসম্ভব বিষয়।

 টিআইবিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিকমানের কোনো জার্নালে তাদের এই গবেষণা প্রকাশ করবে না। কারণ এটি গবেষণার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। এটা গোঁজামিল দিয়ে একটি রিপোর্ট দাঁড় করানো হয়েছে খুবই দুঃখজনক হলেও সত্যি এই কাজটি করা হয়েছে এবং যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের নির্বাচন ও পলিটিক্যাল সাইন্স এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্রোনাল ট্রাম্পের নির্বাচনের পরে প্রতিষ্ঠানের ওপর যেভাবে আস্থা চলে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সেগুলো খুব ভয়ানক। আমরা চেষ্টা করছি ইলেকশন কমিশনকে স্বচ্ছ করার। আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে ৮২টি নতুন রিফর্ম করা হয়েছে, ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য। ইলেকশন কমিশন গঠন আইন করা হয়েছে। আমরা দীর্ঘমেয়াদি ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। মানুষের আস্থা আনার চেষ্টা করছি। অথচ সত্যি কথা না বলে এ ধরণের গোঁজামিল হাজির করে অসত্য তথ্যের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে প্রতিষ্ঠান দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যাবে বলেন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত।

 বাংলাদেশের যে সুশীল সমাজ আছে তারা সততা, নিষ্ঠার সাথে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে ফলাফল জনগণের সামনে উপস্থাপন করবেন। গুণগত, কোয়ালিটিটিভ বা সংখ্যাগত বা কোয়ানটিটিভ দুটি মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে কনফিডেন্ট ইন্টারফেল কোথায়।

 চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

 সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, টিআইবি তিনজন করে বেছে যে ১৪৯জন প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করেছে সেই বিষয়টি কীভাবে নির্ধারণ করলেন। সেটার কোনো উল্লেখ নাই। কোনো সাইন্স নাই এই গবেষণায়। ইলেকশন কমিশন ৭৬২জনকে শোকজ করেছে এর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যাদেরকে ৩ বার করে শোকজ করা হয়েছে। কেন শোকজ করেছে কিছু না কিছু অভিযোগ এসেছে, তাই করেছে। মামলাদায়ের করা হয়েছে ৬৩টি। কেন মামলাদায়ের করা হয়েছে। নির্বাচনের বিষয়ে কেউ কেউ হয়তো সঠিকভাবে মেনে চলেনি, সে জন্য করা হয়েছে।

 ১৪০টি কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের অনিয়মের অভিযোগ আসছে। ২১টি কেন্দ্রে পোলিং সাসপেন্ড করেছে ইলেকশন কমিশন, ৯টি কনস্টিটিউশনে ৪২ জনকে এরেস্ট করা হয়েছে। যেগুলোতে অনিয়ম হয়েছে সেগুলোতে একশন হয়েছে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের প্রার্থীতাই বাতিল হয়েছে, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন । নির্বাচন কমিশনের এই যে শক্ত অবস্থান এটি কোথাও বলা হয়নি।

 আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপিরা নমিনেশন নিয়ে অনেকে পরাজিত হয়েছে। শক্তিশালী নেতা যারা তারা দুর্বল স্থানীয় নেতার কাছে পরাজিত হয়েছে। আমাদের শীর্ষ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা পুলিশ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের যাদের অনেক আত্মীয়স্বজন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন নৌকার প্রার্থী হয়েছেন যেটি আইনানুগভাবে বৈধ কিন্তু পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যদি স্ট্রিক্ট্ রোল না নিতো নির্বাচন যদি প্রোপারলি ফি এণ্ড ফেয়ার না হতো তাহলে এ ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা ছিলো কি না-এটা টিআইবির কাছে আমার প্রশ্ন।

 টিআইবি বলছে যে, নির্বাচন কমিশনকে আরপিও সংশোধন করে দুর্বল করা হয়েছে। টিআইবি বলছে এই সংশোধনটি করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন কমিশনকে দুর্বল করার জন্য দুটোই অসত্য কথা। প্রথম কথা এটি করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়, এটি করা হয়েছে যারা ভোটার তাদের ভোটের রাইটস যেটা কনস্টিটিউশনে দেয় সেটা রাইটস্ করার জন্য। এই সংশোধনের মাধ্যমে ইলেকশন কমিশনের ক্ষমতা এক বিন্দুও কমেনি।

 তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ৩টার সময় ২৭ শতাংশ এবং ৪টার সময় সেটা ৪০ শতাংশ কি করে হলো। গবেষণা করার উদ্দেশ্যে হলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া না। ৩টার সময় যে টার্ন আউটের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেটি কিন্তু ৩টার সময়ের রিপোর্ট নয়। প্রিজাইডিং অফিসাররা বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের যে ভোটের তথ্য পাচ্ছে সেখান থেকে ঢাকা ইলেকশন কমিশনে পাঠাচ্ছে। এই যে তথ্য পাওয়া এবং এটাকে ক্যালকুলেট করা, যোগ করে ঢাকায় পাঠানো এবং পাঠিয়ে তারা রিসিভ করার পরে আবার যোগ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনের অফিসে পাঠানো এর মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে। পুরো ঘটনা ঘটার পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হাতে আসা পর্যন্ত এক থেকে দেড় ঘন্টার একটা গ্যাপ আছে। অর্থাৎ দেড় থেকে দু’ঘণ্টার আগের।

 এটা সিইসি প্রক্সিমেট হিসাব দিয়েছে। তার হাতে যতো ডাটা আসছে। ৪টার সময় কিন্তু বলতে পারেন নাই ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ, সেটা আরো পরে দিয়েছে। শীতের সকালে ভোট পড়ার হার কম থাকে। যতো সূর্য উঠেছে দিন বেড়েছে ততো ভোটের হার বেড়েছে।

 চলমান পাতা - ৩

--- ৩ ---

 আমি মনে করি গণতন্ত্রকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে টিআইবি বা এদের মতো সংস্থাগুলোর অনেক অবদান আছে। কিভাবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার সারাজীবনকে রাজনীতিতে উৎসর্গ করেছেন। আজকে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে আছি এটা বঙ্গবন্ধুকন্যার অবদান। নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে এটা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা একনলেজ করেছে।

 বিএনপি এবং জামাতের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রমাণিত উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জামাত যে ভায়েলেন্সটা করে যে কারণে এরা আবার সহিংসতা করার জন্য আরো উৎসাহিত হয়। মানুষকে পুড়িয়ে মারলেন, পরে সমাজে একটা কনফিসেশন তৈরি করলেন এবং কেউ তাদেরকে সরাসরি দায়ী করছে না। তখন তারা আবার উৎসাহী হয়। মানুষ তো আমাদের দায়ী করছে না। এই দায়িত্ব তো টিআইবি বা তাদের মতো সংস্থাগুলো পালন করে না। বঙ্গবন্ধুকন্যা এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশটাকে নিয়ে এসেছেন। এবং কতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন, আমরা তো ওয়েলকাম করেছিলাম বিএনপিকে। বিএনপি আসলো না কেন। আমরা বিএনপি অনেক শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও ফিরে আসতে চেয়েছিলো। বিএনপি আসে নাই বা বিএনপিকে আসতে দেওয়া হয় নাই। সেই শীর্ষ নেতা যে পলাতক আসামি যে নির্বাচন করতে বিএনপিকে আসতে দেয় নাই। তার ফলে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের স্বার্থে ঝুঁকি নিয়েছে দলের ভিতরে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওপেন করে দিয়েছে। সেটিকে প্রশংসা না করে সেটিকে বিভিন্নভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

 তিনি আরো বলেন, যেহেতু আমরা গণতন্ত্রের বিশ্বাস করি, আমরা সহনশীলতা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ তো এমন একটি পর্যায়ে গেছে যে শুধুমাত্র সমালোচনা যে তা নয় অসত্য মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে যে বদনাম করা হয় সেগুলো আমরা অবজার্ভ করি সহ্য করি। আমাদের সেই সহনশীলতার জায়গা আছে। এগুলো সংস্থাকে আপনারাও চ্যালেঞ্জ করেন, জবাবদিহিতার আওতায় আনেন, তাদেরকে প্রশ্ন করেন। যারা এ ধরণের কথা বলছে তারা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তাদের বক্তব্যকেও চ্যালেঞ্জ করা উচিত। সেটা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের স্বার্থেই উপকার হবে।

#

সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২০

**দূষণকারী ইটভাটা সনাক্তকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ‘Brick Kiln Tracker’ ব্যবহার করবে সরকার**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পরিবেশ দূষণকারী ও অবৈধ ইটভাটা সনাক্তকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তার জন্য Brick Kiln Tracker ব্যবহার করবে সরকার। এর ফলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর ইটভাটা সনাক্তপূর্বক অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করা সহজ হবে। ফলে ইটভাটা সৃষ্ট বায়ুদূষণ হ্রাস করাও সম্ভব হবে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতকৃত Brick Kiln Tracker উপস্থাপনা বিষয়ক সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে আইটি ও রিমোর্ট সেন্সিং প্রযুক্তি নির্ভর Brick Kiln Tracker তৈরি করা হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই ট্রাকারের সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার ও সফল হবে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর
ড. মার্টিন ম্যাটসন-সহ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৯

**শিশুদের চাহিদা অনুসারে নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে**

 **- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

শিশুদের চাহিদা অনুসারে নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে শিশু একাডেমিকে নির্দেশ দিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি)। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি ও সুরক্ষায় সরকার কাজ করছে। পথশিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) আজ বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত মতিবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ দুই-ই থাকবে, শিশুদের গ্রহণ করতে হবে ভালোটা। তাহলেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা সুষম, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। যেটাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক। শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন শিশু একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম, চলমান প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান, রওশন আরা বেগম, মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান-সহ শিশু একাডেমির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় পর্ব শেষে ছিল শিশুদের পরিবেশনায় ‘উঠবো জেগে, ছুটবো বেগে’ শিরোনামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

#

আলমগীর/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৮

**রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দের বন্ধ হওয়া সকল ট্রেন চালু হবে**

 **--- রেলপথ মন্ত্রী**

রাজবাড়ী, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দের বন্ধ হওয়া সকল ট্রেন চালু করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে।

 মন্ত্রী আজ রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে গোয়ালন্দ উপজেলা আওয়ামী লীগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন পর রাজবাড়ী জেলায় একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী উপহার দিয়ে রাজবাড়ীর জেলাকে সম্মানিত করেছেন, এসম্মান পুরো রাজবাড়ীবাসীর। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রীর যে দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছেন সে যেন রাজবাড়ী-সহ সারা দেশের জন্য কাজ করে যেতে পারে, সেজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

 জনাব হাকিম বলেন, আমাদের রাজবাড়ী জেলাটি হচ্ছে রেল অধ্যুষিত একটি জেলা। কিন্তু বিএনপির আমলে রাজবাড়ীর জেলার অনেকগুলো রেললাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসে ভাটিয়াপাড়া রেলপথসহ বাংলাদেশে অনেক বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলপথ চালু করেছেন। এছাড়া রাজবাড়ীতে লোকোশেডে রয়েছে, সেখানে যেসমস্থ জমি রয়েছে সেগুলো নিয়ে এখানে ট্রেন মেরামতের জন্য বড় একটি কারাখানা নির্মিত হচ্ছে।

 জিল্লুল হাকিম বলেন, ‘আমরা রেল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছি, এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি জেলাকে রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা। গোয়ালন্দের মতো ঐতিহ্যবাহী রেল এলাকায় ট্রেন চালু হবে না এটা কখনো হতে পারে না। আমার কাজ হচ্ছে জনগণের চলাচলের সুবিধা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা অনুযায়ী ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা সহজতর করা। দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নিয়ে বহু বার সংসদে বলেছি এবং প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলে সেতু অটোমেটিক নির্মিত হয়ে যাবে, তারপরও নদী শাসনের ব্যাপারে আমি প্রধানমন্ত্রীর নিকট বলবো।

#

সিরাজ/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৭

**রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মজুত করে দাম না বাড়ানোর আহ্বান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 আসন্ন রমজান মাসে তেল চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌক্তিকভাবে দাম না বাড়ানো আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। রমজানকে সামনে রেখে যারা মজুতদারি করে পণ্যের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করবে তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে একটুও পিছপা হবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দেন প্রতিমন্ত্রী।

 আজ রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন অভ্ বাংলাদেশ-টিসিবি আয়োজিত দেশব্যাপী এককোটি ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের মধ্যে জানুয়ারি মাসের টিসিবি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী জানান, পণ্যের অবৈধ মজুত রেখে বাজারে কৃত্রিম সংকট করা যাবে না। যারা বেশি মুনাফার লোভে অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে বাজার অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, টিসিবি’র পণ্য বিতরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ডিলারগণ এজন্য ডিলারদের অবশ্যই জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ডিলারশিপ প্রতিবছর পুনঃনিবন্ধন করার উদ্যোগ নেয়া হবে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে প্রমাণিত হলে ডিলারশিপ বাতিল করা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এক কোটি স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছি। ২০ লাখ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। বাকি কার্ড জুনের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করা হবে। তিনি বলেন, সরকার গার্মেন্টসের শ্রমিকদের জন্য আলাদা কার্ডের ব্যবস্থা হবে। বিশেষ করে যারা কর্মজীবী মানুষ তারা যেন বিকালেও নিতে পারে সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা সামনে নিয়ে আসব। সরকার শুরু করেছিলাম ট্রাক দিয়ে। সেখান থেকে দোকানে এসেছে। পরবর্তীতে এটা যেন ন্যায্য মূল্যের দোকানের মতো হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। টিসিবির কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য এসময় তিনি জনপ্রতিনিধিদের আহবান জানান।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়া টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল ইসলাম এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ মোঃ সলিম উল্লাহ (সলু) উপস্থিত ছিলেন।

 পরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আয়োজিত মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, এককভাবে কাউকে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়া হবে না। এটা দেখার জন্য আমাদের প্রতিযোগিতা কমিশন আছে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীগণ যেসব পণ্যের সংকট দেখিয়ে দাম বাড়ানোর চেষ্টা করবে প্রয়োজনে সরকার সেগুলো আমদানির অনুমতি দেবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, চাল ব্যবসায়ীরা যেখান থেকে চাল ক্রয় করেন তার পাঁকা রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে। যদি স্বাভাবিক বাজারের তুলনায় সংকট দেখিয়ে বেশি দামে নেয় তাহলে কর্তৃপক্ষকে জানানোর অনুরোধ করেন তিনি। টাকা থাকলেই পণ্য মজুত করবে তার লাইসেন্স বা অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। এজন্য রমজানে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য সকল ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

 এ সময় মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট পাইকারি চালের বাজার পরিদর্শন করে প্রতিমন্ত্রী।

#

হায়দার/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪১৬

**ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের চেক হস্তান্তরে বিলম্ব করা যাবে না**

 **---ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ, (১৮ জানুয়ারি) :

ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের হাতে ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক হস্তান্তরে যেন কোনো ধরনের বিলম্ব না হয় সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ। জেলা প্রশাসকের অনুমোদন শেষে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারদের এই নির্দেশ দেন ভূমিমন্ত্রী।

আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এই বক্তব্য রাখেন ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ, দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, আর্থ-সামাজিক ও শিল্প উন্নয়নসহ দেশের বৃহৎ স্বার্থে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া একটি জরুরি বিষয়। এ নিয়ে মনে কষ্ট থাকলেও দেশের উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের জমি দিতে রাজি থাকেন। তবে অনেক মানুষ হারায় তার শতবছরের পৈতৃক ভিটে-বাড়ি, অনেকে হারায় পূর্ব-পুরুষদের সমাধি আবার অনেকে কৃষিজমি। এমতাবস্থায়, ক্ষতিপূরণের চেক পেতে বিলম্ব হওয়া ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেবল আর্থিক ক্ষতি নয়, মনস্তাত্ত্বিক আঘাতও।

অধিগ্রহণে ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সমাজের সমাজের শত্রু উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, তারা প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বাস্তবায়নকৃত দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন কাজের বাধা সৃষ্টি করছে, সেই সঙ্গে সরকারকেও বিব্রত করছে। অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত ভূমি মালিকদের পদে পদে হয়রানিকারীদের বিরুদ্ধে টেকসই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন ভূমিমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, ভূমি অধিগ্রহণের ইতোমধ্যে চেক হস্তান্তর প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অধিগ্রহণকৃত জমির প্রকৃত মালিকদের ভোগান্তি কমাতে আইবাসের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেন, সর্বশেষ সার্ভে নিয়োগ পরীক্ষায় যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও অনেক পদ ফাঁকা রাখতে হয়েছে। কারণ সার্ভে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের পদে জেলা কোটা তথা জেলাওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হারের বাধ্যবাধকতা থাকায় এক জেলার জন্য প্রযোজ্য পদে অন্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দেশের অন্যান্য প্রান্তে আরও সার্ভে ইনস্টিটিউট হলে এই পরিস্থিতি এড়ানো যাবে বলে মন্ত্রী এসসময় মত প্রকাশ করেন। প্রয়োজনে আরও সার্ভে ইন্সটিটিউট স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন মন্ত্রী।

সভায় প্রদর্শিত এক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেখা যায় বিগত এক মাসে খতিয়ান ডেলিভারির দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মাগুরা, খুলনা ও নেত্রকোনা জেলা।

#

নাহিয়ান/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪১৫

**উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য পোড়ানোয় পরিবেশ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে**

**সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ৪ মাঘ, (১৮ জানুয়ারি) :

বিধিবহির্ভুতভাবে উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য পোড়ানোর অভিযোগে দণ্ড দেয়া হলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ হতে ওসমানী উদ্যানে অবৈধভাবে বর্জ্য পোড়ানোর ধোঁয়া দেখতে পেয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যান। তিনি ঘটনাস্থল থেকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসে ঘটনা সরেজমিনে দেখে উন্মুক্তভাবে বর্জ্য পুড়িয়ে পরিবেশ দূষণের দায়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পিএফ কর্পোরেশনকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেন।

মন্ত্রীর সাথে উপস্থিত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, বায়ুদূষণ কমাতে সারা দেশে এ ধরণের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন-সহ মন্ত্রণালয় ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৪

**অবৈধ মজুতকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের নীতি জিরো টলারেন্স নীতি**

 **--- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 অবৈধ মজুতকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

 মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয় হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আট বিভাগের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে অবৈধ মজুতবিরোধী কার্যক্রম গতিশীল করতে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 কেউ ফুড গ্রেইন লাইসেন্স ছাড়া ধান চালের ব্যবসা করতে পারবে না। লাইসেন্স ছাড়া কেউ অবৈধ মজুত করলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারের অগ্রাধিকার এখন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষকে শান্তিতে রাখা। সবাই আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসবে খুব শীঘ্রই।

 তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় অবৈধ মজুত ধরা পড়েছে। অভিযানে জরিমানা করা হয়েছে এবং সেই চাল দ্রুত বিক্রি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিযান চলমান রাখতে এবং সফল করতে বিভাগীয় কমিশনারদের নির্দেশনা দেন মন্ত্রী।

 সাধন চন্দ্র মজুমদার আরো বলেন, ক্যাপাসিটির বেশি কেউ মজুত করছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। পাক্ষিক রিপোর্ট দিচ্ছেন কি না সেটাও দেখতে হবে। প্রয়োজনে ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নিতে হবে। তবে এতে সাধারণ কৃষক বা গৃহস্থ যেন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখারও আহ্বান জানান তিনি ।

 খাদ্য সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

#

কামাল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১৩

**রাজনৈতিক কারণে সংসদ সদস্য সংখ্যা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, যারা বলছেন এখন সংসদ সদস্য সংখ্যা ৬৪৮, তারা সংবিধানকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করছেন না। তিনি সংবিধানের ১২৩, ১৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা রাজনৈতিক কারণে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য তারা এমন বক্তব্য দিচ্ছেন। আর যদি সেটা না হয় তাহলে তাদের সংবিধানের এইসব অনুচ্ছেদ সমন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই।

 নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের পর জাতীয় সংসদ সদস্য এখন ৬৪৮ জন হয়েছে বলে কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিতরা এমপি হিসেবে শপথ নিলেও সংসদে তারা কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আর আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ থাকায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিতরা ঐ তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

 আনিসুল হক জানান, ৩০ জানুয়ারি থেকেই নতুন সংসদ সদস্যরা সুযোগ-সুবিধা পাবেন। নতুন সংসদের অধিবেশন বসার পর বর্তমান সংসদ সদস্যদের মেয়াদ শেষ হবে।

#

রেজাউল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১২

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারত বাংলাদেশের পাশে থাকবে**

 **--- জুনাইদ আহম্মেদ পলক**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহম্মেদ পলক বলেছেন, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মতোই ভারত আগামী ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও বাংলাদেশের পাশে থাকবে।

 বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর সাথে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এসব কথা জানান। সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারত বন্ধুপ্রতিম দু’টি দেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেন, মহান মক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকা জাতি চিরকাল স্মরণ করবে। তিনি বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরো সুদৃঢ় হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 জুনাইদ আহম্মেদ বলেন, সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে ৫ বছর আগে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। ভারতের একটি সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ দল তিন মাস আগে বাংলাদেশ সফরে আসে। তখন আলোচনা হয়, এ বিষয়ে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করা জরুরি।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ১২টি হাইটেক পার্ক নির্মাণে লাইন অভ্ ক্রেডিটের (এলওসি) আওতায় ১৯ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে। এসব হাইটেক পার্ক আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে চালু হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দেশটি বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে। এতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে, রপ্তানি বাড়বে। তিনি বলেন, প্রায় দেড়শত কোটি মানুষের দেশ ভারত একটি বিশাল বাজার। আমাদের উৎপাদিত সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার রপ্তানির মাধ্যমে এই বিশাল বাজার ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতের অগ্রযাত্রার মাইল ফলক হতে পারে।

 ভারতের হাইকমিশনার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ভারত পাশে থাকবে। সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে।

#

 শেফায়েত/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার

 ৪ দশমকি ৯২ শতাংশ। এ সময় ৩৬৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ১২৭ জন।

#

দাউদ/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১০

**দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে স্মার্ট ব্যাংকিং সেবা দিতে হবে**

 **--- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন শুধু স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করেননি, তিনি সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আর্থিক খাতকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁরই কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধির সোপানে এগিয়ে যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ে সচিব মোঃ রুহুল আমিন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক স্বপ্ন নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে স্মার্ট ব্যাংকিং সেবা দিতে হবে।

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন বলেন, বঙ্গবন্ধু সর্বদা মানুষের কথা ভাবতেন। গরিব-দুঃখী মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন। তিনি আরো বলেন, আমরা যদি আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি ও সেবা প্রদান করি তাহলে বঙ্গবন্ধুর চেতনা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের তিনি বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সেবাগ্রহীতাদের নিকট দ্রুততার সাথে কাঙ্খিত সেবা পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেন।

#

রাশেদুজ্জামান/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪০৯

**বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করা গণমাধ্যম কর্মীদের দায়িত্ব**

 **-তালুকদার আব্দুল খালেক**

খুলনা, মাঘ ০৪ (১৮ জানুয়ারি):

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেছেন, সাংবাদিক ওয়াদুদুর রহমান পান্না ছিলেন দক্ষ সংগঠক। তিনি স্থানীয় সাংবাদিকদের মান উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি ভালোবাসা তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ওয়াদুদুর রহমান পান্না।

আজ খুলনা প্রেসক্লাবের হুমায়ুন কবীর বালু মিলনায়তনে ওয়াদুদুর রহমান পান্না সাংবাদিকতা স্মৃতি পদক-২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেয়র এসব কথা বলেন।

মেয়র বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করা গণমাধ্যম কর্মীদের দায়িত্ব। এমন সংবাদ পরিবেশন উচিৎ নয় যাতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি হয়। যাচাই-বাছাই করে সংবাদ প্রকাশ করলে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে। বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ না করার জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের আহ্বান জানান মেয়র।

খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এস এম নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ওয়াদুদুর রহমান পান্না সাংবাদিকতা স্মৃতি পদক প্রদান মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য মকবুল হোসেন মিন্টু, শেখ আবু হাসান, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এস এম জাহিদ হোসেন, মোঃ শরিফুল ইসলাম ও মোঃ তৌফিক রহমান বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন খুলনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মামুন রেজা।

অনুষ্ঠানে মেয়র পদক বিজয়ী তিনজনকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। এবার চতুর্থবারের মতো এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#

ফেরদৌস/জামান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪০৮

**ওসমানী উদ্যানে বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করলেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ০৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ওসমানী উদ্যানে উন্মুক্তভাবে বর্জ্য পোড়ানো তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করেছেন। তিনি আজ মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষ হতে ওসমানী উদ্যানে বর্জ্য পোড়ানোর ধোঁয়া দেখতে পান। সাথেসাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদকে নিয়ে তিনি সেখানে যান এবং দেখতে পান ওসমানী উদ্যানের একাধিকস্থানে উন্মুক্তভাবে বর্জ্য পোড়ানো হচ্ছে। এ থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া বাতাসে মিশে বায়ুদূষণ ঘটাচ্ছে।

মন্ত্রী এ ঘটনায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসে ঘটনা সরেজমিনে দেখে উন্মুক্তভাবে বর্জ্য পুড়িয়ে বায়ুদূষণের অপরাধের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পিএফ কর্পোরেশনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন।

এসময় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুলাহ হারুনসহ মন্ত্রণালয় ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/জামান/ফাতেমা/রবি/আলী/মাসুম/২০২৪/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪০৭

**বিজিবি মহাপরিচালকের মায়ানমার সীমান্ত পরিদর্শন ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ**

ঢাকা, ০৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান গতকাল কক্সবাজারের মায়ানমার সীমান্তে পালংখালী, ঘুমধুম বিওপি এবং টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনে মায়ানমার সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপের শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন।

এসময় বিজিবির মহাপরিচালক বিওপির প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা পরিদর্শনের পাশাপাশি সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মাদক পাচাররোধসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেন। সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ দমনের বিষয়ে গোয়েন্দা তৎপরতার পাশাপাশি আভিযানিক কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নেরও নির্দেশনা দেন।

এছাড়া বিজিবি মহাপরিচালক টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ সেন্টমার্টিন বিওপি এবং সার্বিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সৈনিকদের সাথে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি আভিযানিক কার্যক্রমের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পরিদর্শন শেষে বিজিবি মহাপরিচালক সেন্টমার্টিন দ্বীপে বসবাসরত ২০০ জন শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

মহাপরিচালকের পরিদর্শনকালীন বিজিবি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কক্সবাজার রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার, রামু সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের অধিনায়কসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরীফুল/জামান/ফাতেমা/রবি/আলী/মাসুম/২০২৪/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪০৬

 **বাংলাদেশে গম রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাশিয়া**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ০৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশে গম রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। আজ সচিবালয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভিকেনতেভিচ মান্টিটস্কি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে এ আগ্রহের কথা জানান।

খাদ্যমন্ত্রী রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে গম রপ্তানির আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। এ সম্পর্ক বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাশিয়াকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী । এসময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও গম রপ্তানিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাক্ষাৎকালে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে রাশিয়া ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। এসময় দ্বিতীয় মেয়াদে মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় খাদ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান তিনি।

এসময় খাদ্য সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/জামান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪০৫

**মহাকবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ০৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৯ জানুয়ারি মহাকবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মহাকবি মাইকেল মধুসূধন দত্তের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবির জন্মভূমি যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে ১৯-২৭ জানুয়ারি ৯দিনব্যাপী ‘মধুমেলা’র আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি মাইকেল মধুসূধন দত্তের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাইকেল মধুসূধন দত্ত বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের সফল সম্মিলনে তিনি বাংলা সাহিত্যে এনেছেন আধুনিকতার ছোঁয়া। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ মাইকেল মধুসূধন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি, নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা। তিনি বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের পথিকৃৎ। কবিতা, নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট ও ট্রাজেডিসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অমর সৃষ্টি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসভায় উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যুগস্রষ্টা এ কবির কবিতা ও লেখনিতে সাবলিলভাবে ফুটে উঠেছে বাঙালির স্বজাত্যবোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভাব। তাঁর অমর কীর্তিসমূহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি কবি যে গভীর মমত্ববোধ ধারণ করেছেন তা তাঁর সৃষ্টিকর্মে সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে। কবির এ দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা কবির কর্মগাঁথাকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি ।

আমি মধুমেলা-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/জামান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪০৪

**রংপুর অঞ্চলে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ বেড়েছে**

রংপুর, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্যতেল ফসল। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী রংপুর অঞ্চলের পাঁচ জেলায় এবছর ৮৩ হাজার ১৬১ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে। গতবছর ৫২ হাজার ৫৫২ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছিল। সে হিসেবে এবছর ৩০ হাজার ৬০৯ হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ বেড়েছে। রবি মৌসুমে কুড়িগ্রাম জেলায় এবছর ২৬ হাজার ৫৮৫ হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ হয়েছে, যা রংপুর অঞ্চলের সর্বোচ্চ। এছাড়া রংপুর জেলায় ২৫ হাজার ৪৫০ হেক্টর, গাইবান্ধা জেলায় ১৭ হাজার ৫৭৪ হেক্টর, লালমনিরহাট জেলায় ৪ হাজার ৮৮০ হেক্টর ও নীলফামারী জেলায় ৮ হাজার ৬৭২ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে।

 দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে প্রায় ২৪ লাখ টন। এরমধ্যে সরিষা, তিল ও সূর্যমুখী হতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় মাত্র ৩ লাখ টন, যা চাহিদার শতকরা ১২ ভাগ। বাকি ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। তেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে সরিষা চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। খরচের চেয়ে লাভ বেশি হওয়ায় কৃষকেরাও সরিষা চাষে ঝুঁকছেন। এবছর সরিষার বাম্পার ফলন হয়েছে।

 সরিষার তেলের রয়েছে অনেক ওষুধি গুণ। বিভিন্ন সরিষার বীজে প্রায় ৪০-৪৪ শতাংশ তেল থাকে। সরিষার খৈলেও প্রায় ৪০ শতাংশ আমিষ থাকে। সরিষার খৈল গরু ও মহিষের পুষ্টিকর খাবার। সরিষার গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এসব কারণে বিশেষজ্ঞগণ সরিষার চাষ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

 #

অর্জুন/জামান/রবি/রাসেল/সাজ্জাদ/মানসুরা/২০২৪/১১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪০৩

**সংস্কৃতির বিনিময়ে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো গভীর হবে**

 **-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ০৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক পুরোনো। সংস্কৃতির বিনিময়ে এ সম্পর্ক আরো গভীর হবে।

মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে চীন দূতাবাস আয়োজিত The 2024 ‘voices of spring - Golden dreams’ cross border spring festival evening gala (Dhaka session) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে চীনের হিউয়েন সাং ও ফা-হিয়েনের লেখনি থেকে অনেক কিছু জেনেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫০ এর দশকে চীন ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ -চীন সম্পর্ক অনেক গভীর হয়েছে। চীনের সহযোগিতায় ১৪টি মেগা প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু প্রকল্প চলমান। এসব মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে চীনের সাথে সম্পর্কের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, চীন-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বিনিময়ে প্রাচ্যের দু'টি সভ্যতার দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে ইউনান প্রদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের যৌথ পরিবেশনা থেকে তরুণ প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হবে।

পরে ইউনান প্রদেশ থেকে আগত শিল্পী দল ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, চীনের ইউনান প্রভিন্সিয়াল কমিটি অব সিপিসির পাবলিসিটি বিভাগের ভাইস মিনিস্টার ও ইউনান প্রভিন্সিয়াল সিভিলাইজেশন অফিসের ডিরেক্টর পেঙ বেঙ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

#

জাকির/জামান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪০২

**বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে**

 **- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ, (১৮ জানুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সমাজের মূলস্রোতে থাকা মানুষের সংখ্যা পিছিয়ে পড়া মানুষের থেকে অনেক বেশি। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব।

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি অনেক বড়। সারাদেশে মহানগর, জেলা, উপজেলা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রতিটি কর্মচারীকে বুঝতে হবে, তিনি কত বড় একটা স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুদক্ষ কারিগর। এই স্বপ্নটিকে তারা নিজের স্বপ্ন হিসেবে নেবেন, নিজের বুকে ধারণ করবেন, সেই স্বপ্নটিকে বাস্তবায়নের জন্য তারা কাজ করবেন।

ডা. দীপু মনি আরো বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হচ্ছি। এখন আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সমস্যাকে পাশ না কাটিয়ে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা ও অপরের প্রতি সহমর্মী হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, সবাইকে ‘আমিই সমাধান’ এই মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হবে। আমাদের তরুণ সমাজকে সহমর্মীতায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা যা কিছু করছে সবকিছুতে যেন সহমর্মী হয়, অপরের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ায়।

দেশ ও জনগণের কল্যাণে সামাজিক দায়িত্ববোধ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, একটা কিছু করতে সরকারের সহায়তা বা বিদেশি সংস্থার সহায়তা অপরিহার্য, এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা যদি একটা সমাজের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তা অনুধাবন করতে পারি এবং আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ঐতিহ্যগুলো যদি ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে আমাদের জন্য দারিদ্র্যতা, প্রতিবন্ধিতা ও অসাম্যকে জয় করা সম্ভব।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ।

#

জাকির/জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা